বাংলা শব্দভাণ্ডার

(Bengali Vocabulary)

ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ আবার তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে

Scanned with CamScanner

এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। আজকের উন্নত বাংলা ভাষাও এই দ্বিবিধ উপায়ে নিজের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে আমরা প্রথমত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—(১) মৌলিক বা নিজস্ব (২) আগন্তুক বা ঋণ (৩) নবগঠিত।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলায় এসেছে সেইগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে। বৈয়াকরণরা আবার আর এক শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণে মৌলিক নামে অভিহিত করে থাকেন—যেসব শব্দকে ক্ষুদ্রতর অর্থপূর্ণ অংশে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে অংশগুলির কোনো অর্থ হয় না, সেইসব শব্দকে তাঁরা মৌলিক শব্দ বলেছেন। নামকরণের এই গোলযোগ এড়াবার জন্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে উত্তরাধিকার-লব্ধ নিজস্ব বলতে পারি। এই উত্তরাধিকার-লব্ধ মৌলিক বা নিজস্ব শব্দগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—(ক) তৎসম, (খ) অর্ধতৎসম ও (গ) তদ্ভব।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে **তৎসম (Tatsama)** শব্দ বলে। 'তৎ' বলতে এখানে মূল উৎস-স্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে বোঝাচ্ছে। 'তৎসম' মানে ঠিক তার মতো, অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় বহু-প্রচলিত তৎসম শব্দের সংখ্যা কম নয়। যেমন—জল, বায়ু, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**সিদ্ধ তৎসম** ও **অসিদ্ধ তৎসম**। যেসব শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ সেগুলি হল সিদ্ধ তৎসম। যেমন—সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ নয় অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন—কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল (বৃক্ষশাখা) ইত্যাদি।

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং আসার পরে কিঞ্চিত পরিবর্তন ও বিকৃতি লাভ করেছে, সেগুলিকে **অর্ধতৎসম (Semi-tatsama)** বা **ভগ্নতৎসম** শব্দ বলে। যেমন—কৃষ্ণ > কেষ্ট, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, ক্ষুধা > খিদে, রাত্রি > রাত্তির ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তী পর্বে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। খাঁটি বাংলার মূল শব্দসম্পদ হল এইসব তদ্ভব শব্দ। উদাহরণ—সংস্কৃত ইন্দ্রাগার>প্রাকৃত ইন্দাআর>বাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ>প্রাকৃত এগ্‌গারহ>বাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধ্যায়>প্রাকৃত উবজ্‌ঝাঅ>বাংলা ওঝা, সংস্কৃত কৃষ্ণ>প্রাকৃত কণ্‌হ>বাংলা কানু সংস্কৃত ধর্ম>প্রাকৃত ধম্ম>বাংলা ধাম ইত্যাদি।

কখনো-কখনো দেখা যায় একই মূল শব্দ থেকে জাত অর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুই রূপই বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত আছে। যেমন—কৃষ্ণ>অর্ধতৎসম কেষ্ট, তদ্ভব কানু; রাত্রি>অর্ধতৎসম রাত্তির, তদ্ভব রাত ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নিজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভব। যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব বলতে পারি। যেমন—ইন্দ্রাগার>ইন্দাআর>ইন্দারা, উপাধ্যায়>উবজ্‌ঝাঅ>ওঝা ইত্যাদি। আর যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (Loan word) হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সেসব শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশী তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে: গ্রীক দ্রাখ্‌মে (drakhme='মুদ্রা')>সংস্কৃত দ্রম্য>প্রাকৃত দম্ম>বাংলা দাম।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে: দ্রাবিড় বংশের তামিল পিল্লৈ>সংস্কৃত পিল্লিক>প্রাকৃত * পিল্লিঅ>বাংলা পিলে (ছেলে-পিলে), তামিল কাল্‌>সংস্কৃত খল্প>প্রাকৃত খল্ল>বাংলা খাল। অস্ট্রিক বংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক>প্রাকৃত ঢক্ক>বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল বংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক>প্রাকৃত তরুক্ক>বাংলা তুরুক।

যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ (Loan words) বলতে পারি। এগুলি অন্যভাষা থেকে সংস্কৃত প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ; কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ থেকে এগুলি পৃথক্। এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ দুই শ্রেণীর—দেশী ও বিদেশী।

Scanned with CamScanner

যেসব শব্দ এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে সেগুলিকে দেশী (Deshi) শব্দ বলে। দেশী শব্দ আবার দু'রকম হতে পারে—অনু-আর্য এবং আর্য। যেমন—অনু-আর্য :—অস্ট্রিক বংশের ভাষা থেকে ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেঁকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, কুলা ইত্যাদি। আর্য :—হিন্দী থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ, মস্তান, ঘেরাও, জাঠা (এগুলির মধ্যে যেগুলি মূলত আরবী-ফারসী শব্দ, সেগুলি আরবী-ফারসী থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দীর মাধ্যমে বাংলায় এসেছে বলে সেগুলিকেও দেশী শব্দ রূপে গ্রহণ করতে হবে): গুজরাতি থেকে—হরতাল।

যেসব শব্দ এদেশের বাইরের কোনো ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে। যেমন—

ইংরেজী থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল, ফাইল, টিকিট, কোর্ট, লাট (<Lord), সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, কমিটি ইত্যাদি।

যেসব ভাষা থেকে বাংলায় বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংরেজীর শব্দসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। ইংরেজী আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কীরকম মিশে গেছে তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি সমালোচক ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী :

"যদি কেউ বলেন, আমরা সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুক্ষণ ইংরেজির দ্বারা শাসিত, তবে তিনি খুব ভুল বলবেন না। আমরা টুথব্রাশ, টুথপেইস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, ব্লেড দিয়ে শেইভ করি, হকার পেপার দিয়ে গেলে বক্সনম্বর দেওয়া বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাই। ম্যানেজার, রিসেপ্‌শনিস্ট, ক্যানভাসার, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেইল্‌সম্যান, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার, পোর্ট কমিশন, জুনিয়র বা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বা একজিকিউটিভ নানা পদ, নানা প্রতিষ্ঠান, এবং বি-এসসি, বি-ই, বি-কম নানারকমের যোগ্যতার ফিরিস্তি। টেলিফোন রিং করলে তুলে দেখি রং নাম্বার; নিজের প্রয়োজনে ডায়ালটোনই পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও কনেকশনের জন্য অনেকটা দৈববাণীর মতো ওয়ান-নাইন-নাইন নামক অপারেটরের শরণাপন্ন হই। রিপ্লাই পোস্টকার্ডে ডটপেন দিয়ে ঠিকানা লিখতে লিখতে মনে পড়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই থেকে শেষ ব্যালান্সটা টুকে নিতে হবে। অফিসে বেরোবার আগে মানিব্যাগ (টাকার থলি অবশ্যই নয়), রেশন কার্ড, ব্লেড কুপন, চেক বই, ড্রাইভিং লাইসেন্স সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিই। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে সাবধানে ড্রাইভ করি, কারণ অ্যাকসিডেন্টের ঝুঁকি সর্বত্র; রীতিমত সিগন্যাল দিই, হর্ন দিই, ব্রেক কষি,

Scanned with CamScanner

উত্তেজিত হয়ে অ্যাকসিলারেটর চাপি না, ওভারব্রীজে কখনো ওভারটেইক করি না, জেব্রা ক্রসিংয়ে সংযত থাকি, স্পীডলিমিট রক্ষা করি ; কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম সর্বত্র। অফিসে লেইট করতে চাই না। লাঞ্চের আগেই ফাইল ধরি, -স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দিই, সিংগল না ডার স্পেইসে টাইপ হবে তাও বলে দিই। ক্যাজুয়াল লীভ, মেডিক্যাল লীভের দরখাস্তগুলি রেকমেন্ড করে যথাস্থানে পাঠাই। অফিসে নানা গুজব পে-কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে— ডি-এ, টি-এ, গ্রাটুইটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ধারা নিয়েই সমালোচনা। বন্ধু নার্সিং হোমে রয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে যাওয়া দরকার ; ক্যাপসুল, ইন্‌জেকসন, ব্লাডপ্রেসার, অপারেশন প্রভৃতির কথাই সেখানে শুনতে হবে। যদি না যাওয়া হয় এবং সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে পারি তবে নাইট শোতে সপরিবারে সিনেমায় যাই—মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, এলিট যেখানেই হোক টিকেট মিলে যায়। খেলাধূলায় আগ্রহ জেগে উঠলে হয় ক্লাবে গিয়ে ব্রীজ, পেশেন্স, ফ্লাশ খেলি অথবা টেবিল-টেনিস, লন-টেনিসে সামিল হই। মাঠে গেলে ঋতু অনুযায়ী ক্রিকেট বা ফুটবল, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের (পূর্ববঙ্গ দলের নয়) ময়দানে অথবা ইডেন গার্ডেনে, হয় কর্ণার কিক না হয় মিড-অন মিড-অফের ব্যূহ ভেদ করে ব্যাটসম্যানের রান করার তারিফ করি। কখনো বা রেডিও রীলেতেই তৃপ্ত থাকি এবং পেপার ব্যাক পড়তে পড়তে ঘুমের আগে ক্লাসিক্যাল গানের সর্বভারতীয় প্রোগ্রামটির সাহায্য নিই এবং সারাদিন এইভাবে ইংরেজির দাপট সহ্য করি।"[৭৯]

ইংরেজী থেকে অনূদিত শব্দ বা শব্দসমষ্টি (Translation Loan)— বাতিঘর (Light-house), সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), আমি আসতে পারি কি ? (May I come in ?) ইত্যাদি। (এ বিষয়ে আগে ভাবাঋণ পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৪৯৪)

জার্মান থেকে জার, নাৎসী ইত্যাদি। পোর্তুগীজ থেকে আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, পেয়ারা, সাগু ইত্যাদি। ফরাসী (French) থেকে কার্তুজ, কুপন, রেস্তরাঁ, বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েৎ, ইত্যাদি। স্পেনীয় থেকে কমরেড্ (<Comarada)। ইতালীয় থেকে কোম্পানী, গেজেট ইত্যাদি। ওলন্দাজ থেকে ইস্‌কাবন, হরতন, রুইতন ইত্যাদি। রুশীয় থেকে সোভিয়েত, বলশেভিক ইত্যাদি। চীনা থেকে চা, চিনি ইত্যাদি। বর্মী থেকে ঘুগনি, লুঙ্গি ইত্যাদি। ফারসী থেকে সরকার, দরবার, বিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ,

৭৯। চক্রবর্তী, ডঃ জগন্নাথঃ "বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠনে ইংরেজির ভূমিকা" (ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ১০০-১০১)।

Scanned with CamScanner

বাদশা, খেতাব ইত্যাদি। আরবী থেকে আক্কেল, কেতাব, ফসল, মুহুরী, হুজুম, তামাসা, জিলা ইত্যাদি।

এসব শব্দ ছাড়া বাংলায় কিছু নবগঠিত শব্দ আছে। এগুলির মধ্যে কিছু হল অবিমিশ্র শব্দ যেমন—অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। আবার কিছু শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত। এগুলিকে মিশ্র শব্দ বা সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) বলে। যেমন—হেড (ইংরেজী)+ পণ্ডিত (বাংলা)=হেড-পণ্ডিত, হেড (ইংরেজী)+মৌলবী (আরবী)= হেড-মৌলবী, ফি (ফারসী)+বছর (বাংলা)=ফি-বছর ইত্যাদি।

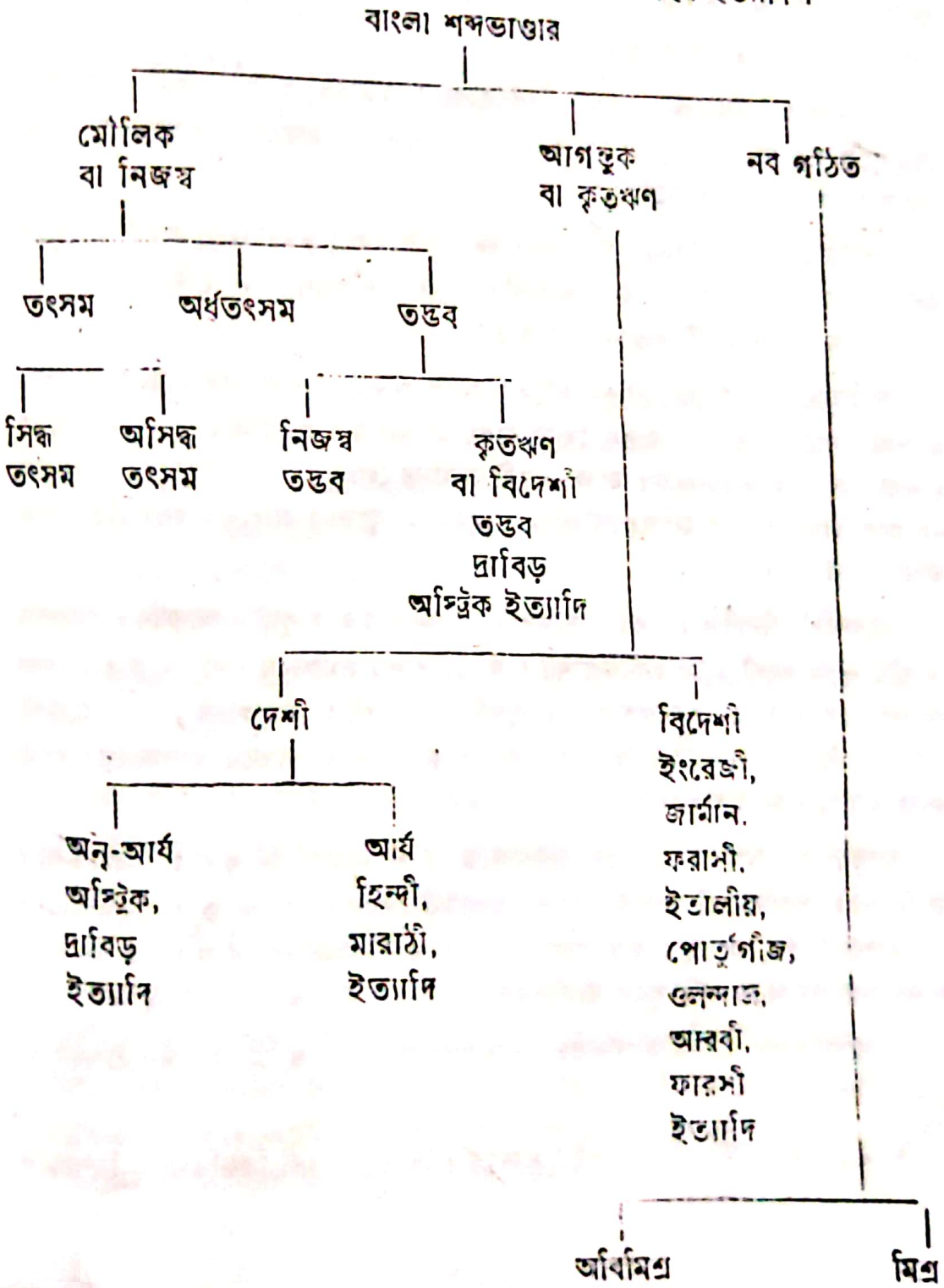

চিত্র নং ৬১ : বাংলা শব্দভাণ্ডার

Scanned with CamScanner